R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ, ৩৭ শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট খোলা চিঠি

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সহর রঘুনাথগঞ্জে হেড পোষ্ট অফিস স্থাপিত হয়েছে। এতদিন পুরোনো ভাড়া করা ঘরে সেই পোষ্ট অফিসের কাজ চলছিল। কেন্দ্রীয় সরকার বহু ব্যয় করে নতুন চকমিলানো গৃহনির্মাণ করেছেন। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী সেই নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন হবে। এই উপলক্ষে ডাকবিভাগের বড় কর্তারা এবং মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক মহোদয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এই সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের কাছে আনন্দের।

এই উপলক্ষে মহকুমাবাসীর পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ডাক-তার বিভাগ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম জনকল্যাণমূলক বিভাগ। মানুষ বিপদে-আপদে-আনন্দে-শোকে নিত্যদিনের কাজ কারবারে ডাকবিভাগের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই বিভাগের কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ পোষ্ট অফিস থেকে টেলিগ্রাম ও ট্রাঙ্ক টেলি-ফোন করতে গেলে প্রায়ই শুনতে হয়—লাইন খারাপ। সম্প্রতি চিঠিপত্র যাতায়াতে অদ্ভুত অসম্ভব দেরী হচ্ছে। কলকাতা থেকে পোষ্ট করা চিঠি রঘুনাথগঞ্জে বিলি হচ্ছে ২০/২৫/৪৫ দিন পর। ব্যারাকপুর থেকে পোষ্ট করা চিঠি এখানে পৌছাচ্ছে একমাস দশ দিন পর। এ রকম বিভিন্ন দিনে বিলি করা ১৪/১৫ খানি চিঠি আমাদের কাছে আছে। কলকাতার টেলিগ্রাম এখানে বিলি হচ্ছে ৮/১০ দিন পরে। রঘুনাথগঞ্জ থেকে হাঁটাপথে কলকাতা পৌছাতে দশদিনের বেশি লাগে না। সেখানে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের এই হাল ডাকবিভাগের সুনাম বহন করে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আগামী শতাব্দীতে পদক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। ডাক-তার বিভাগ আসল কাজ গোল্লায় দিয়ে নতুন বাড়ীঘর দেখিয়েই কি সামনের শতকে পদক্ষেপ করতে চান ?

কিছু চিঠি ও টেলিগ্রাম আমরা সযত্নে রেখে দিয়েছি। যথাসময়ে সেগুলি লোকসভায় ডাক-তার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর হাতে পেশ করা হবে। বাড়ীঘর দেখিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করে ডাক-তার বিভাগের কাজকর্ম দ্রুত ও গতিশীল করে জনসাধারণের সেবা করার চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত ও আনন্দিত হবে। টেলিগ্রাম ও টেলিফোন লাইনের বিভ্রাট দূর করার জন্য আপনারা সচেষ্ট হোন। চিঠিপত্র যাতে আগের মত দ্রুত বিলি হয় সে ব্যবস্থা আপনারা করুন। এই চেষ্টা যদি আন্তরিকভাবে করেন তাহলেই বহুব্যয়ে নির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন সার্থক হবে।

রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা ষ্টেটবাস চালু করায় রাজ্য সরকারের আপত্তি কোথায় ?

রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা ষ্টেটবাস দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই মহকুমা শহরের জনসাধারণ সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন। বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয় নির্বাচনী জনসভায় প্রকাশ্যে সর্ব-সাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে অবিলম্বে এই সার্ভিস চালু করা হবে। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের পরেই ভুলে যেতে তিনি দ্বিধা করেননি।

সম্প্রতি জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতি এ বিষয়ে পরিবহন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রাজ্য পরিবহন বিভাগ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদককে চিঠি দিয়ে জানান যে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই সার্ভিস চালু করা হবে। এখন ১৯৮৬ সাল চলছে। ফরাক্কা থেকে ষ্টেটবাস চালু করা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জবাসীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি এভাবেই রক্ষিত হবে? আবার নির্বাচন আসছে। সেকথা যেন মাননীয় মন্ত্রীরা স্মরণ রাখেন।

নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ : এই শহরে ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষানুরাগী, অভিভাবক ও শহরের সমস্ত স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থির হয় ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বিদ্যালয়টি আপাততঃ স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাতঃ বিভাগে চালু হবে। নামকরণ হয়েছে 'রাজা রামমোহন রায়' বিদ্যা নিকেতন।

গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে একুশ কোটি টাকা মঞ্জুর

ফরাক্কা : গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙ্গনে এবছর ফরাক্কা থেকে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত বহু গ্রাম জলের তলে তলিয়ে গিয়েছে। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদের লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক বাস্তুহারা হয়ে পথের ধারে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। এ অঞ্চলে সবকটি রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বারবার এবিষয়ে যুদ্ধ-কালীন প্রস্তুতি নিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রেখেছেন। বহু মিছিল মিটিংও হয়েছে। কিন্তু তেমন কোন উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থা গ্রহণের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগের যুগ্ম সচিব এইচ, পি, টমাস ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের লক গেটের কাজ পরিদর্শনে এলে সাংবাদিকরা গঙ্গা ভাঙ্গনের ভয়াবহতা সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করলে তিনি জানান ফরাক্কা ব্যারেজের এক কিঃ মিটার আপ থেকে জঙ্গিপুর ব্যারেজ অর্থাৎ আহিরণ পর্য্যন্ত গঙ্গার ভাঙ্গনরোধে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একুশ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকেই এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। সেই সভাতেই তিনি জেনারেল ম্যানেজার কি, রাজারামকে যতশীঘ্র সম্ভব ভাঙ্গন প্রতিরোধ কর্মসূচী আরম্ভ করতে আদেশ দেন। ফরাক্কা ব্যারেজ লোকাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নও শ্রীটমাসের কাছে এক ডেপুটেশন দিয়ে কয়েক শত মাষ্টার রোল কর্মীর দীর্ঘদিন চাকরী করার পরও ওয়ার্ক চার্জড না হবার অভিযোগ উত্থাপন করে। শ্রীটমাস এ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে শ্রীরাজারামকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

২৩ জানুয়ারী স্মরণে

ধুলিয়ানে নেতাজী জন্ম দিবসে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনে নানা অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীবৃন্দ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে অরঙ্গাবাদে নেতাজী মূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকের পোষাক পরি-হিত ৮৯ জন ঘোড়সওয়ার এই শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল

হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি

বর্তমান আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল ও পেট্রলিয়ামজাত দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি করিতেছেন, কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত সংবাদে ইহা সকলেই অবহিত হইয়াছেন।

উল্লেখিত মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্য : সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির ব্যবহার কমান। জিনিসপত্রের দর বাড়াইয়া দিলে লোকে তাহার ব্যবহার কমাইতে থাকিবে। ফলে বিদেশের বাজার হইতে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিয়া জিনিস আমদানী করা কমিয়া যাইবে। ইহাতে দেশের আর্থিক সাশ্রয় ঘটিবে।

যুক্তিগুলি সুন্দর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। বরাবরই দেখা গিয়াছে, জিনিসের দর বাড়াইয়াও ব্যবহার কমান যায় নাই। চাহিদা যেমনকার তেমনি থাকিয়া যায়। সুতরাং পেট্রল ও তজ্জাত দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইয়া তেমন সুরাহা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে হয় না।

তবে পেট্রল ও পেট্রলজাত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইয়া সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িবে বই একটু কমিবে না। আজ যে সব জিনিস পেট্রলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাহাদের সকলেরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। পরিবহনের খরচ বাড়িবে, ফলে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে বাধ্য। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে—উভয় দিকেরই ধাক্কা সাধারণ মানুষকে পোহাইতে হইবে। অর্থকুলীনদের ইহাতে কিছু হইবে না; কিন্তু দরিদ্র জনগণই মুস্কিলে পড়িবেন।

তাহা ছাড়া আর্থিক বৎসরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কাল শেষ হইবার পর এইরূপ মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণায় বিভিন্ন স্তরে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিবে বাজেটের মধ্য দিয়া যাহা চালাইতে হয়, তাহার উপর একটা আঘাত আসিবে। ফলে অর্থনৈতিক দিকটি বিপন্ন হইবে। নানান শিল্পউৎপাদনে ব্যাঘাত আসিবে। হঠাৎ দাম বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য পূর্বকৃত চুক্তিবদ্ধ জিনিসের রপ্তানী বিষয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হইতে বাধ্য।

দাম বাড়াইয়া জিনিসের ব্যবহার কমাইবার এবংবিধ পদ্ধতি আদৌ সমর্থন লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আর্থিক বৎসর শেষ হইতে যখন আর দেরী নাই। সাধারণ মানুষের কথা ভাবিবার কোন লক্ষণ এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের আজ বড় প্রয়োজন

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

[গত ১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মতিথি অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই রচনা প্রকাশ করা হল। —সঃ জঃ সঃ]

আজ থেকে ১২৪ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই বাংলা দেশের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারত ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। আজকে জাতীয় জীবনের আর এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজকের যুগের যুবশক্তির দিকে যখন তাকাই, তখন বার বার শুধু মনে হয় বিবেকানন্দের আজ বড় প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ—মানে প্রচণ্ড চরিত্রশক্তি, বিবেকানন্দ মানে অদম্য ইচ্ছাশক্তি। যে ইচ্ছাশক্তির জোরে একটা গর্দভও সিংহে পরিণত হতে পারে। একটা দরিদ্র হৃতসর্বস্ব অসহায় জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

বিবেকানন্দ—মানে প্রচলিত সমাজের গ্লানি, ক্লেদ এবং আবর্জনার মাঝখানে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। যে বিস্ফোরণ সমাজের সব আবিলতা পাঙ্কিলতা, ব্যর্থপ্রাণের যত সব আবর্জনাকে পুড়িয়ে সমাজ জীবনকে নির্মল করতে পারে

বিবেকানন্দ—মানে মহান বৈরাগ্য। আজকের ভোগ সুখে উন্মত্ত মানুষের সম্মুখে বিবেকানন্দ বলেছেন—ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই আনন্দ।

বিবেকানন্দ—মানে একটা সুমহান সমন্বয়। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে সমন্বয়, ধর্মে ও বিজ্ঞানে সমন্বয়, জ্ঞানে, প্রেমে ও ভক্তিতে সমন্বয়, প্রাচীনে ও নবীনে সমন্বয়, অতীতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সমন্বয়, আত্মার্থে ও পরার্থে সমন্বয়; একের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমন্বয়।

বিবেকানন্দ—মানে, বিরাট, বিপুল, প্রচণ্ড মশাল। একটা প্রজ্বলন্ত মশাল, যে মশালের আলোয় সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়, যে আগুনের ফোয়ারা থেকে বেরিয়ে আসে নবজীবনের ডাক, সে ডাক কোন দেশ বা কালের মধ্যে আটকে থাকে না, তা সব কালের, সব মানুষের। সেই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন কিছু বলা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, শুধু তাই নয়, হয়তো কোন কিছু বলার চেষ্টা করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু একটা কথা আমি মনে প্রাণে অনুভব করি, সেই কথাটি হচ্ছে—বিবেকানন্দের আজ বড় প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনে যে সংকট, যে ভ্রষ্টাচার দিকে দিকে সমাজ জীবনকে কলুষিত এবং বিষাক্ত করে চলেছে, তার হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথকেই অনুসরণ করতে হবে।

অনেকের মতে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রচারক। কিন্তু সেটাই কি তাঁর একমাত্র পরিচয়? বিবেকানন্দের কালে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়নি সত্য কিন্তু জমিতে ফসল বোনার আগে ক্ষেত্র তৈরী করার যে কাজ তা তিনি করেছিলেন। তাঁর বাণী, তাঁর উদাত্ত আহ্বান, দেশের বুকে একটা Charged Condition তৈরী করেছিল। সেই প্রস্তুত জমিতেই তো ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলনের পেছনে যে চরিত্রশক্তি, সে তো বিবেকানন্দেরই অবদান। এ কথা অস্বীকার করা যায় কি?

স্বামী বিবেকানন্দ বিশাল ভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, দেখেছিলেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনাহার ক্লিষ্ট মানুষকে; দেখেছিলেন বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচার। সেসব দেখে-শুনে তাঁর মহান হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। একটা অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তিনি সারা ভারত পর্যটন শেষে কন্যাকুমারীতে ভারত মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—তার মূল কথা হচ্ছে—শক্তি চাই, রুটি চাই। পরাধীন ভারতে এই দুটি কথাই তো জাতিকে পথ দেখিয়েছিল সেদিন। বিবেকানন্দের আদর্শকে আমরা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে সফল করতে পারিনি সত্য, কিন্তু কেন পারিনি সে কথা আলোচনা না করেও বলতে পারি যে, স্বামীজীর আদর্শ, স্বামীজীর বাণী, সে যুগের যুবকদের চরিত্রশক্তি দিয়েছিল, সাহস জুগিয়েছিল—যে সাহস এবং চরিত্রশক্তির জোরে বাংলাদেশের যুবকেরা অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলেন সেদিন। স্বামীজীর আদর্শে আমরা গণবিপ্লবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারিনি। বাংলা দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন বিদেশী শাসনের নির্মম কশাঘাতে ছিন্নভিন্ন প্রায়, যখন জেলখানা আর ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে বাংলা দেশের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে অবরুদ্ধ, ফাঁসী আর দ্বীপান্তরের পথে যখন অনেকে নিঃশেষিতপ্রায়, তখন বাংলাদেশের বিপ্লবী চেতনার মধ্যে নতুন একটা পথের নিশানা জেগেছে। কিন্তু সে পথ স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত গণবিপ্লবের পথ নয়। স্বামী বিবেকানন্দ যে ডাক দিয়েছিলেন—নতুনভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপড়ীর মধ্যে থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। তিনি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন—"ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" সে ডাক, সে আহ্বানের মধ্যে হয়তো সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না, হয়তো শ্রেণী সংগ্রামের পরিণত রূপ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু গণবিপ্লবের সেই আদর্শ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই আমাদের সম্মুখে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে. আর সে সম্বন্ধে দেখা দিয়েছে অদম্য অনুসন্ধিৎসা। বিদেশী সাহিত্যের প্রতি তখন যে আসক্তি জাগ্রত হয়েছে সেখানে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন, মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, ট্রট্স্কি, ষ্ট্যালিন, বুখারিন, এমন কি কাউট্স্কি, ক্রপট্কিন পর্যন্ত আনুষঙ্গিক মূল সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান-দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত ও বিপ্লবীদের সামনে তখন উদ্ভাসিত হতে লাগল একের পর এক। বন্দীশিবির আর জেলখানাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। নতুন যুগের সূচনা হল সত্যি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের গণবিপ্লবের যে আদর্শ তা আর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

NTPC

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. NABARUN–742236 DIST. MURSHIDABAD, WEST BENGAL

GRAM : THERMPOWER

FARAKKA

Ref : FS:42:MD:PI:441:OT–017/ Date : 22. 1. 86

TENDER NOTICE

Sealed Tenders (in duplicate) superscribing the tender reference, date of opening on the envelope are invited from reputed manufacturers and their authorised dealers for supply of the following Fire items.

Sl. No.	Description	Specification	Qty.	E. M. D.	Cost of Tender paper
1)	Trailor Fire Pump Complete with suction side accessories	IS:944-77	1 No.	2% of the quoted value	Rs. 100/-
2)	Portable Fire Pump complete with suction side accessories	IS:943-77	4 Nos	—do—	—do—
3)	Dry Powder Tender	IS:955-64	1 No.	—do—	—do—
4)	Jeep Fire Engine	———	1 No:	—do—	—do—

The tender documentary alongwith detail specification can be had from the office of the Chief Materials Manager/FSTPP on payment of Rs. 100/- by Cash/DD drawn in favour of NTPC Ltd. payable at State Bank of India, Farakka Branch/IPO drawn in favour of NTPC Ltd., payable at Khejuriaghat Post Office. Cheque or Money order are not acceptable. The tender should be submitted before 11·00 a m. on 26. 2. 86 The tender will be opened at 3-30 p m. on 26. 2. 86

Terms & Conditions :

1) Proof of Sales Tax clearance, Income Tax clearance & other credentials shall be shown/submitted at the time of obtaining tender papers and to be also submitted along with tender.

2) Tender received late and without E. M. D. will not be entertained. NTPC will not be responsible for any postal delay while sending tender documentary or while receiving the offer.

3) N T P C reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reasons whotsoever.

4) Successfull Bidder will have to deposite/furnish 5% Security Deposite and 10% performance Guarantee.

Chief Materials Manager
National Thermal Power Corporation Ltd.
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. Nabarun, Farakka
Dist. Murshidabad (W. B.)
Pin—742236

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাসে ডাকাতি বাড়ছে কিন্তু পুলিশ চুপচাপ

ধুলিয়ান ঃ সংবাদে প্রকাশ গত ২১ জানুয়ারী রাতে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী একটি বাস থামিয়ে দুর্বৃত্তরা যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে। জাতীয় সড়কের বল্লালপুর, শঙ্করপুর, জিগরী ও ধুলিয়ান ডাকবাংলোর আশেপাশে এলাকাগুলিতে মস্তানরাজ কায়েম হয়েছে বেশ কিছুদিন থেকে। ট্রাক চালকদের অভিযোগ পুলিশ বাহিনীও রাত্রে পেট্রোল দেবার নামে ট্রাক ইত্যাদি থামিয়ে তাদের কাছ থেকে সেলামী আদায় করছে এক অসমর্থিত খবরে জানা যায় জনৈক লরীচালকের সঙ্গে সেলামী নিয়ে পুলিশের বচসা হলে ক্ষিপ্ত লরী-চালক পুলিশের গাড়ীকে ধাক্কা মেরে লরী নিয়ে পালিয়ে যায়।

বিনাপণে বিবাহ

ধুলিয়ান ঃ গত ২৬ জানুয়ারী স্থানীয় ডাকঘরের করণিক সুব্রত মুখার্জী বিনাপণে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিবাহ করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শ্রীমুখার্জী বেলডাঙ্গা থানার রামপুরের অধিবাসী। স্থানীয় লালপুর গ্রামের অনিলকুমার সরকারের কন্যা প্রতিমা সরকারের সাথে তাঁর বিবাহ দিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ থানার নিকটস্থ কালী মন্দিরে।

'রাজনৈতিক আশ্রয় না নিয়েও সংগঠনকে বিপ্লবী করে তোলা যায়'

কৃষি সংবাদদাতা ঃ 'রাজনৈতিক আশ্রয় না নিয়েও সংগঠনকে বিপ্লবী করে তোলা যায়; এরজন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন।' ২৫ জানুয়ারী বহরমপুর কালেকটরেট ক্লাবে অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ সংগঠন রাজ্য কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে উপরোক্ত মন্তব্য প্রতি-ধ্বনিত হয় রি-ডেজিগনেটেড কে পি এস-র মুখে। কৃষি বিভাগের ষোলটি পদ একত্রী করণ এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ, শতকরা একশো ভাগ প্রমোশন এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিভিন্ন বক্তা। জেলায় ১২১ জন কে পি এস-এর মধ্যে ১১২ জনই তাঁদের নিজস্ব এই সংগঠনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এর মধ্যে এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সত্তর জন কে পি এস। প্রাণনাথ দাস বিশ্বাসকে সভাপতি এবং স্বপন সরকারকে সম্পাদক করে আঠারো সদস্যের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হয় আগামী বছরের জন্য। রাজ্য কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিজয় চ্যাটারজি এবং শঙ্কর হালদার।

সাংবাদিকের পিতৃ বিয়োগ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৭ জানুয়ারী সাংবাদিক বিমান হাজরার পিতা ভবানীচরণ হাজরা পর-লোকগমন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

স্বামী বিবেকানন্দের বড় প্রয়োজন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুযোগ পেল না। আমরা বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রের পথই গ্রহণ করলাম।

কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পরেও কি একথা বলা চলে যে, বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ ভারতের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমাজতন্ত্র দেশে দেশে ভিন্নরূপ নিচ্ছে এবং নেবে। ভারতবর্ষের সাম্যবাদও তার সভ্যতার ভিত্তিকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। সে ভিত্তি স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথেই হতে বাধ্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন—"Socialism in India did not derive its birth from the Books of Karl Markx but from Swami Vivekananda's Gospel for the upliftment of the Poor or দরিদ্র নারায়ণ।

জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করুন

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই চিরায়ত সন্ধান এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। বিভিন্ন ভাষা, জাতি এবং বিবিধ সংস্কৃতির মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করাই আজকের সবচেয়ে বড় কাজ। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মৌলনীতিকে রক্ষা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।

ক্ষমতার অতি কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরই। আসুন সবাই এক হয়ে আমরা দেশের একতা সংহতিকে সুদৃঢ় করার কাজে ব্রতী হই।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ ২০৬ (২১) ২৯-১-৮৬

কাঁটাতার (Barbed Wire) বিক্রয় করিব।

যোগাযোগ করুন ঃ

শ্রীমুক্তা ঘোষাল, এডভোকেট

ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ

নিখুঁত টিভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারান্টিসহ

বিক্রেতা ঃ

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭